দৈনিক বাংলা

08 APR 1997
পৃঃ ১৬ কলাম ৪

02

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩ হাজার শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩ হাজার শিক্ষকের শূন্য পদ অবিলম্বে পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এই ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতর এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় প্রধান ও প্রবীণ কর্মকর্তাদের ব্রীফিং প্রদানকালে তিনি এই নির্দেশ দেন। সোমবার সচিবালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে এই ব্রীফিং অনুষ্ঠিত হয়। খবর বাসস'র।

ব্রীফিংয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার দারিদ্র্যের অভিশাপ দূর এবং শিক্ষাখাতে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে নিরক্ষরতামুক্ত সমাজ গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বলেন, সরকার দারিদ্র্যকে ভয়াবহতম সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা নিয়েছে। তিনি বলেন, "আমরা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শিক্ষাকে সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছি।' তিনি বলেন, দেশ এখন সমৃদ্ধি অর্জনের অসীম সম্ভাবনায় ভরপুর। জনগণ অশিক্ষিত থাকলে এই সম্ভাবনার ফসল তুলে আনা সম্ভব হবে না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণ শিক্ষিত ও সচেতন হলে তারা নিজেরাই তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়। তিনি বলেন, 'আমরা দেশে শিক্ষার বর্তমান মানকে উন্নত করার শপথ নিয়েছি। কোন ব্যক্তি বা মহলের স্বার্থ হাসিলে কাজ না করায় আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

প্রধানমন্ত্রী জাতি গঠন কর্মকান্ডে সরকারী উদ্যোগকে সফল করতে সর্বান্তকরণে সহযোগিতা করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এটা অত্যন্ত সুখের কথা যে, বাংলাদেশ বাইরের দেশগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণে সফল হয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কে ব্রীফিং প্রদানকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অন্যান্য দেশ যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক থেকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা পিছিয়ে থাকতে পারি না। তিনি বলেন, প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বয় ব্যবস্থা উন্নত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ব্রীফিংকালে কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে বিদ্যালয়গামী শিশুর শতকরা হার ৯৫। প্রাথমিক বিদ্যালয় ত্যাগকারী শিশুর সংখ্যা শতকরা ৭৩ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ৩৮ ভাগে নেমে এসেছে। দেশে বয়স্ক শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রীকে আরও অবহিত করা হয় যে, সন্দ্বীপণের অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে দেশের কোন কোন জেলখানায় নিরক্ষর কয়েদীদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে অগ্রগতির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয় যে, দেশে সরকারী-বেসরকারী মিলিয়ে মোট ৯৫ হাজার ২শ' ৪৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে ১ লাখ ৬৪ হাজার সরকারী শিক্ষকসহ ৩ লাখ ২৪ হাজার ৮শ' ৭ জন শিক্ষক রয়েছেন। প্রাথকি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা ৩ হাজার। প্রধানমন্ত্রী মহিলাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শূন্য পদসমূহ অবিলম্বে পূরণের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রীকে জানান, ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে ১৯৭৩ সালে প্রায় ৩৬ হাজার ১শ' ৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয়েছিল। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয় ১৯৯০ সালের জানুয়ারী মাসে। কর্মকর্তারা জানান, চলতি বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য সরকারীভাবে ৮ কোটি ১৯ লাখ ৪৮ হাজার বই সরবরাহ করা হয়েছে।

ব্রীফিং অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক উপমন্ত্রী অধ্যাপিকা জিন্নাতুন্নেসা তালুকদার, মন্ত্রিপরিষদ সচিব আতাউল হক, প্রাথমিক শিক্ষা সচিব সাদাত হোসেন, প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত সচিব জাকিয়া আখতার চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।